লোক প্রশাসন সাময়িকী
দশম সংখ্যা, ডিসেম্বর ৯৭, পৌষ ১৪০৪

# পথ-শিশুদের বর্তমান অবস্থা ও সমস্যা সম্পর্কিত একটি পর্যালোচনা ঃ বাংলাদেশ পরিপ্রেক্ষিত

মিসেস মাজেদা হোসেন চৌধুরী *
ও
মিসেস তাহ্‌মিনা আখতার* *

## ভূমিকা

আধুনিক বিশ্বে জ্ঞান ও প্রকৌশল প্রযুক্তির বিস্ময়কর উন্নতির পাশাপাশি দারিদ্রপীড়িত পরিবার এবং পথ-শিশুর সংখ্যা বৃদ্ধির হারও কম বিস্ময়কর নয়। জাতিসংঘের এক রিপোর্টে বলা হয়েছে যে, ক্ষুধা, আশ্রয় ও স্বাস্থ্য পরিচর্যার অভাবে বিশ্বে প্রতিদিন ৩৮ হাজারেরও বেশী শিশু মারা যায় এবং প্রতিদিন আনুমানিক ১০ কোটি শিশু তাদের পরিবার কর্তৃক বিশ্বের বিভিন্ন নগরীর রাস্তায় পরিত্যক্ত হয়।[১] বাংলাদেশে ১৯৯৩ সালে এক হিসেব অনুযায়ী (১৫ বৎসরের নীচে) মোট শিশুর জনসমষ্টি ১৪২ লক্ষ শিশু-যা ২০০০ সাল নাগাদ বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়াবে ১৭৬ লক্ষ। উচ্চ জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে (২.২ শতাংশ) প্রতিবছর বাংলাদেশে জন্ম নিচ্ছে ৩৭ লক্ষ শিশু। তীব্র দারিদ্রের পীড়নে জর্জরিত এইসব শিশু বেঁচে থাকার ন্যূনতম মৌলিক চাহিদাসমূহ পূরণের প্রত্যাশায় জীবিকা অর্জনের জন্যে রাজপথের ভাসমান জীবনকে আবাসস্থল হিসেবে গ্রহণ করতে বাধ্য হয়।

একদিকে দারিদ্র, অপুষ্টি চিকিৎসাহীনতা, অজ্ঞতা, অশিক্ষার মত নানাবিধ কারণে প্রতিদিন বাংলাদেশে ২৪০০ জন শিশু মারা যায়; ৫ বছরের কমবয়সী এইসব মৃত শিশুর সংখ্যা দাড়ায় ৮ লক্ষ ৭০ হাজার, অন্যদিকে বেঁচে যাওয়া শিশুর ৭০ শতাংশ বাস করে দারিদ্র সীমার নীচে; ৫৬ শতাংশ শিকার হয় স্থায়ী অপুষ্টির।[২] কিন্তু এরপরও টিকে যাওয়া শিশুদের মধ্যে যে অবস্থাটি সবচেয়ে ভয়াবহ সমস্যা হিসেবে দেখা দিচ্ছে, তা হচ্ছে তাদের গৃহহীন, আশ্রয়হীন নিরাপত্তাহীন, অভিভাবকত্বহীন ও ন্যূনতম

---

* সহযোগী অধ্যাপিকা, সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

* * সহকারী অধ্যাপিকা, সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

অধিকারহীন রাস্তার জীবনের করুণ পরিণতি। বাংলাদেশের মত সারাবিশ্বের শহরগুলোতে এই সমস্যাটি ক্রমশ জটিল থেকে জটিলতর হয়ে উঠছে।

শুধু ঢাকা শহরে মোট জনসংখ্যার ৪৪ শতাংশের বয়স ১৬ বছরের নীচে এবং এ শিশুদের মধ্যে পথ-শিশুদের সংখ্যা প্রায় ৪ লাখ ৫০ হাজার, যারা নগরীর সবচেয়ে অসুবিধাগ্রস্ত শ্রেণী হিসেবে জীবন যাপন করছে।[৩] ন্যাশনাল চিলড্রেন অব এ্যাকশন এর প্রদত্ত তথ্যে দেখা যায় বাংলাদেশে শহরে ভাসমান শিশুর সংখ্যা ১৮ লাখ যাদের অধিকাংশই শিশু শ্রমিক। আগামী ২০০০ সালের মধ্যে এদের সংখ্যা ৩০ লাখে পৌছাবে। এদের বড় একটা অংশ ছিন্নমূল, পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন, বেঁচে থাকার নিমিত্তে শ্রম বিক্রি করতে হয়।[৪] ঢাকা শহরে বিভিন্ন রাস্তার মোড়ে, স্টেশনে, হাইকোর্ট প্রাঙ্গনে, হাট-বাজারে, লঞ্চঘাটে, কলোনীর সিড়িতে, বিভিন্ন পার্ক প্রভৃতি স্থানে যে অসংখ্য হতভাগ্য দারিদ্রক্লিষ্ট শিশুদের দেখতে পাওয়া যায়। যাদেরকে নগরবাসী টোকাই, মিনতি, ইংরেজী নাম 'স্ট্রীট চিলড্রেন' রাজনীতির ভাষায় 'পথকলি' প্রভৃতি নাম, বিশেষ্য বা বিশেষণে ডেকে থাকে। যারা জীবনে কোনদিন পারিবারিক ভালাবাসা, শিশুখাদ্য, শিশু চিকিৎসা, শিশুশিক্ষা ও যথার্থ শিশু বিনোদনের মুখ দেখেনি-অথচ এইসব হতভাগ্য শিশুরাও সমাজের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ, আগামী প্রজন্মের নাগরিক।[৫]

অধ্যাপক মিয়া বলেন "The common characteristics of all these categories (of street childrens) are that they come form extremely poor families having migrated from rural areas work for their own survival and or to support their families for a subsistence."[৬] হেলেন রহমান তাঁর গবেষণায় দেখেছেন (১৯৯০) "They have no permanent address even on streeet where they live. They are seen in busy and active parts of the city doing various kinds of works or going through different rubbish heaps througout the city."[৭]

এই সব ভাগ্যহত শিশুদের জীবনে সমস্যা বহুমাত্রিক ও জটিল। মৌল মানবিক চাহিদার সবকটিই তাদের জীবনে অপূর্ণ ও অনুপস্থিত। টেরিডাস (সুইজারল্যান্ড) এর আওতায় বাংলাদেশের এ ধরনের শিশুদের সাথে কাজ করার অভিজ্ঞতা নিয়ে হেলেন রহমান পথ শিশুদের চাহিদাকে এভাবে চিহ্নিত করেছেন।[৮] (ক) মানসিক নিরাপত্তা (খ) দিনে বা রাতে ঘুমাবার জন্যে একটি নিরাপদ ও নিশ্চিন্ত আশ্রয়স্থল (গ) এমন কোন নিজস্ব জায়গা যেখানে তারা তাদের সঞ্চয় নিরাপদে জমা রাখতে পারে (ঘ) শিশু বিনোদনের সুযোগ (ঙ) গোসল করা, পরিস্কার পরিচ্ছন্ন হওয়া ও কাপড় ধোয়ার সুবিধা (চ) চিকিৎসা সুবিধা (ছ) বিশেষ করে অসুস্থতার সময় খাদ্য ও কাপড়ের নিশ্চয়তা (জ) প্রয়োজনীয় শিক্ষা।

উপর্যুক্ত চাহিদাসমূহ পূরণের জন্য যে ব্যাপক এবং বাস্তবভিত্তিক কর্ম পরিচালনা প্রয়োজন-বাংলাদেশে এক্ষেত্রে সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগ সে তুলনায় নিতান্তই

অপ্রতুল। যদিও বাংলাদেশের সংবিধানে শিশুদের অধিকার সংরক্ষণের ব্যাপারে যথেষ্ট গুরুত্ব দেয়া হয়েছে (দ্রষ্টব্য ১৪ ও ১৫ নং ধারা)। তাছাড়া জাতিসংঘ কর্তৃক ১৯৯০ সালে গৃহীত "শিশু অধিকার সনদে" প্রথম স্বাক্ষরকারী দেশগুলির মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম। ৫৪টি ধারা সম্বলিত এই সনদে বলা হয়েছে বেঁচে থাকার অধিকার প্রতিটি শিশুর জন্মগত, শিক্ষা, চিকিৎসা, বাসস্থানের অধিকার, স্নেহ-প্রীতি, ভালবাসা পাবার অধিকার, খেলাধুলা ও বিনোদনের অধিকারসহ দুর্যোগ মোকাবেলার সর্বাঙ্গীন সাহায্য পাবার অধিকার সকল শিশুর মৌলিক অধিকার।[৯]

বিশ্বব্যাপী অপেক্ষাকৃত কম সুবিধাগ্রস্ত শিশুদের উপর সবিশেষ গুরুত্বারোপের প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশে সরকার ইউনিসেফের সহায়তায় একটি জাতীয় পরিকল্পনার মাধ্যমে সি, ই, ডি,সি, প্রোগ্রাম হাতে নিয়েছে। এছাড়া সার্কভুক্ত দেশের মধ্যে এবং জাতিসংঘের সহায়তায় শহর সমষ্টি উন্নয়ন (U.C.D) এর তত্ত্বাবধানে পথ-শিশুদের জন্যে "ড্রপ-ইন-সেন্টার" খোলার উদ্যোগ নিয়েছে। সরকারের পাশাপাশি পথ-শিশুদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা এবং জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন বেসরকারী প্রতিষ্ঠান কাজ করছে; তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে ইউসেপ, ওয়ার্ল্ডভিশন, কনসার্ন, টেরিডোস হোমস্ (সুইজারল্যান্ড) প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান। তাত্ত্বিকভাবে পথ-শিশুদের জন্যে অনেক কিছুই করার ইচ্ছা রয়েছে, সমস্যাটা হচ্ছে বাস্তবায়নে এর উদাসীনতা বা আন্তরিকতার অভাব।

বাস্তবিক অর্থে পথ-শিশুদের জন্যে (সরকারী ও বেসরকারী) কর্মসূচিগুলির মধ্যে সমন্বিত গতিশীলতা, সুনির্দিষ্ট কর্ম পরিকল্পনা, প্রয়োজনীয় ও পর্যাপ্ত তথ্য এবং কৌশলগত দিকের প্রতি বিশেষ দূর্বলতা বিদ্যমান। তাই বর্তমান সময়ে দেশব্যাপী লক্ষ লক্ষ পথ-শিশুর মৌলিক চাহিদা পূরণের যে সকল অসুবিধা পারিবারিক পর্যায়ে কিংবা গোটা আর্থ-সামাজিক কাঠামোর মধ্যে বিদ্যমান সেগুলো ক্রমশ বিলোপ সাধন করা অত্যন্ত সময়োপযোগী। এই প্রয়োজনীয়তাকে উপলব্ধি করে ঢাকা শহরের পথ-শিশুদের সম্পর্কিত সাধারণ তথ্যাবলী, এলাকাভিত্তিক অবস্থান, পারিবারিক অবস্থান ও সম্পর্ক, জীবনযাত্র র মান, আয়-ব্যয়ের ধরন, পথ-শিশুদের প্রতি সামাজিক প্রতিক্রিয়া, সমাজের প্রতি এদের মনোভাব, শিক্ষার প্রতি আগ্রহ এবং সমস্যা সমাধানে পথ-শিশুদের প্রত্যাশা ও চাহিদা ইত্যাদি সম্পর্কে কিছু নতুন, নিরপেক্ষ ও নির্ভরযোগ্য তথ্য উদঘাটন করা, যাতে করে পথ-শিশুদের সমস্যা সমাধানের কৌশল নির্ধারণ, কর্মসূচীর সম্প্রসারণ এবং নতুন কর্মসূচী প্রণয়নে অত্যন্ত কার্যকর ও অর্থবহ অবদান রাখতে পারে এবং সময়ের চাহিদায় এ বিষয়টির ফলাফল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এরই প্রেক্ষাপটে উপর্যুক্ত বিষয়ে জানার জন্য ঢাকা শহরের পথ-শিশুদের ওপর একটি জরিপ করা হয়েছে।

**গবেষণার উদ্দেশ্য ঃ**

গবেষণার মূল উদ্দেশ্যসমূহ নিম্নরূপ ঃ

১। পথ-শিশুদের সাধারণ তথ্যাবলী, পারিবারিক প্রেক্ষাপট ও অভিভাবকত্ব সম্পর্কে জানা।

২। পথ-শিশুদের পেশা, আয় ও ব্যয় সম্পর্কে জানা।

৩। এদের বর্তমান জীবনযাত্রার বিভিন্ন দিক, যেমন ঃ খাদ্যগ্রহণ, পোষাক, স্বাস্থ্য ও পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা, রাত্রি-যাপন, অবসর বিনোদন প্রভৃতি নিরূপণ করা।

৪। পথ-শিশুদের প্রতি সামাজিক প্রতিক্রিয়া ও সমাজের প্রতি এদের মনোভাব সম্পর্কে জানা।

৫। লেখাপড়ার প্রতি আগ্রহ এবং অনুভূত চাহিদা সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়া।

## গবেষণা পদ্ধতি

বর্তমান গবেষণাটি বিশ্লেষণাত্মকধর্মী, তাই গবেষণাটিতে তথ্য উদঘাটনমূলক সামাজিক নমুনা জরিপ পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে। ঢাকা শহরে ৮-১৬ বছর বয়সী বিভিন্ন পেশার, বয়সের ও লিঙ্গের ছেলেমেয়েদেরকে বিভিন্ন স্তরে ভাগ করে তাদের মধ্য থেকে উদ্দেশ্যমূলক নমুনায়নের মাধ্যমে প্রায় সব কয়টি থানার অধীনে ১৫টি এলাকা থেকে ২৯০জন পথ-শিশুকে নমুনা হিসাবে নির্বাচন করা হয়। পূর্ব পরীক্ষার মাধ্যমে একটি কাঠামোবদ্ধ এবং মানসম্মত 'সাক্ষাতকার অনুসূচি'র মাধ্যমে ২৯০ জন শিশুর কাছ থেকে সরাসরি সাক্ষাতকার পদ্ধতিতে প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহ করা হয়। একই সাথে তথ্য সংগ্রহকালে পর্যবেক্ষণকৃত কিছু তথ্যও প্রশ্নপত্রে সন্নিবেশিত করা হয়েছিল। এখানে উল্লেখ্য যে, ৮ বছরের কমবয়সী পথ-শিশু ঢাকা শহরে নিতান্তই কম নয়; কিন্তু উত্তরদানে অধিকাংশ শিশুই অপারগ বিধায় ৮ বছর বয়স থেকেই নমুনা হিসেবে নেয়া হয়েছে। প্রাপ্ত তথ্যাবলী যথাযথ সম্পাদনা করে বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে শ্রেণীকরণ ও সারণীকরণ করা হয়েছে এবং সরল পরিসংখ্যানগত পদ্ধতি ব্যবহার করে একচলক ও বহুচলকবিশিষ্ট সারণীর মাধ্যমে ফলাফল বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

## গবেষণা ফলাফল

বর্তমান জরিপের উদ্দেশ্যাবলী ও প্রশ্নপত্রের প্রকৃতির উপর ভিত্তি করে জরিপে প্রাপ্ত তথ্যের বিশ্লেষণকে কয়েকটি পর্যায়ে ভাগ করা হয়েছে। পর্যায়সমূহ নিম্নরূপ ঃ

### ১. পথ-শিশুদের সাধারণ, পারিবারিক ও অবিভাবকত্ব সম্পর্কিত তথ্যাবলীর বিশ্লেষণ

এক্ষেত্রে পথ-শিশুদের এলাকাভিত্তিক অবস্থান, বয়স ও লিঙ্গগত বৈশিষ্ট্য, পথ-শিশুদের পারিবারিক কাঠামো, শিক্ষা, মা-বাবার পেশাসমূহ বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

**১.১ পথ-শিশুদের এলাকাভিত্তিক অবস্থা ঃ** ঢাকা শহরে কমবেশী বিভিন্ন এলাকায়ই পথ-শিশুরা রয়েছে। এলাকাভিত্তিক অবস্থানে দেখা যায় যে ফার্মগেট/কাওরান বাজার এলাকায় অবস্থানকারী পথ-শিশুদের সংখ্যা সবচেয়ে বেশী (১৩.৭৯%) এবং ধোলাইপাড় ও যাত্রাবাড়ী এলাকায় বসবাসরত পথ-শিশুদের সংখ্যা সবেচেয়ে কম (২.০৭%)। ঢাকা শহরের জনাকীর্ণ অঞ্চল, যেমন ঃ ফার্মগেট/কাওরান বাজার, আজিমপুর, কামরাঙ্গিরচর ইত্যাদি স্থানে এবং শহরের ট্রানজিট পয়েন্ট যেমন গুলিস্তান, ফুলবাড়িয়া, গাবতলী

সারণী-১

## পথ-শিশুদের এলাকাভিত্তিক অবস্থান

| এলাকাসমূহ | ছেলে | মেয়ে | মোট | এলাকাসমূহ | ছেলে | মেয়ে | মোট |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ফার্মগেট/কাউরান বাজার | ৩৬ | ০৪ | ৪০ (১৩.৭৯) | মৌচাক / মালিবাগ | ০৮ | ০৬ | ১৪ (৪.৮৩) |
| ফুলবাড়িয়া/প্রেসক্লাব | ৩৩ | ০২ | ৩৫ (১২.০৭) | লালবাগ / ইসলামবাগ | ১৩ | - | ১৩ (৪.৪৮) |
| মিরপুর ১,২,৩/ চিড়িয়াখানা | ২০ | ১১ | ৩১ (১০.৬৯) | নিউমার্কেট / নীলক্ষেত | ১২ | ০১ | ১৩ (৪.৪৮) |
| কমলাপুর ষ্টেশন/মতিঝিল | ২৭ | ০৪ | ৩১ (১০.৬৯) | টি,এস,সি / শাহ্বাগ | ১২ | ০১ | ১৩ (৪.৪৮) |
| আজিমপুর/কামরাঙ্গিরচর | ২৪ | ০৩ | ২৭ (৯.৩১) | সদরঘাট | ০৬ | ০৫ | ১১ (৩.৭৯) |
| সংসদভবন / আগারগাঁও | ২০ | ০৩ | ২৩ (৭.৯৩) | মোহাম্মদপুর | ০৫ | ০২ | ০৭ (২.৪২) |
| গুলশান/বনানী/উত্তরা | ১৩ | ০৩ | ১৬ (৫.৫২) | ধোলাইখাল / যাত্রাবাড়ী | ০৪ | ০২ | ০৬ (২.০৭) |
| গাবতলী বাসষ্ট্যান্ড | ১০ | - | ১০ (৩.৪০) | | | | |
| সর্বমোট | | | | | | | ২৯০ (১০০.০০) |

(বন্ধনীর মধ্যে শতকরা হার দেখানো হয়েছে।)

ইত্যাদি স্থানে বেশীর ভাগ ছেলে পথ-শিশু (৬৫.১৫%) বসবাস করে।

মেয়েদের অবস্থান অপেক্ষাকৃত বেশী মিরপুর ১,২,৩, ও চিড়িয়াখানা এলাকায় যা মোট বালিকা শিশুর ২৪.৪৪ শতাংশ।

**১.২ বয়স, ধর্ম ও লিঙ্গগত বৈশিষ্ট্য :** জরিপকৃত ২৯০ জন পথ-শিশুর লিঙ্গগত বৈশিষ্ট্যে দেখা যায় যে, মেয়ে পথ-শিশুদের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত কম, এদের সংখ্যা হচ্ছে মাত্র শতকরা ১৮.৩৩ জন, অন্যদিকে ছেলে পথ-শিশুদের সংখ্যা হচ্ছে শতকরা ৮১.৬৭ জন। উল্লেখ্য যে পর্যবেক্ষণ তথ্য ও অভিজ্ঞতালব্ধ তথ্য থেকে বলা যায় যে, ঢাকা শহরের অধিকাংশ মেয়েশিশু গৃহভৃত্য ও পোষাক শিল্পে নিয়োজিত রয়েছে।

সারণী-২

পথ-শিশুদের বয়স ও লিঙ্গগত বৈশিষ্ট্যের বিবরণ

| বয়স (বছর) | ছেলে | শতকরা | মেয়ে | শতকরা | মোট | শতকরা | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ৮-১০ | ২৯ | ১১.৮৪ | ১২ | ২৬.৬৭ | ৪১ | ১৪.১৪ | |
| ১০-১২ | ৭৫ | ৩০.৬১ | ১৬ | ৩৫.৫৬ | ৯১ | ৩১.৩৮ | |
| ১২-১৪ | ৬৮ | ২৭.৭৬ | ০৬ | ১৩.৩৩ | ৭৪ | ২৫.৫২ | ৭৯.৩২ |
| ১৪-১৬ | ৭৩ | ২৯.৭৯ | ১১ | ১৬.৯৪ | ৮৪ | ২৮.৯৬ | |
| সর্বমোট | ২৪৫ | ৮১.৬৭ | ৪৫ | ১৮.৩৩ | ২৯০ | ১০০.০০ | |

X =১৫.৩৪

(সারণী-২) এ দেখা যাচ্ছে যে, পথ-শিশুদের গড় বয়স ছিল ১৫.৩৪ বৎসর। বয়স সম্পর্কিত উপাত্তে ১০-১২ বৎসর বয়ঃসীমার মধ্যে ছেলে এবং মেয়ে পথ-শিশুর সংখ্যা সবচেয়ে বেশী, শতকরা ৩১.৩৮ জন। পথ-শিশুদের সার্বিক বয়সের তালিকায় (সারণী-২) দেখা যাচ্ছে যে, ১০-১৬ বৎসর বয়ঃসীমার পথ-শিশুরা সবচাইতে বেশী। সম্মিলিতভাবে এদের সংখ্যা হচ্ছে শতকরা ৭৯.৩২ জন। পথ-শিশুদের লিঙ্গ ও বয়সগত এই বৈশিষ্ট্য আন্তর্জাতিক তথ্যমালার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। ভারতে ৬টি শহরে সম্পাদিত একটি গবেষণায় দেখা গিয়েছে, পথ-শিশুদের অধিকাংশের বয়স ১১-১৫ বছরের মধ্যে এবং অধিকাংশই ছেলে শিশু।[১০]

**১.৩ উত্তরদাতাদের ভাইবোনদের সংখ্যা ও তাদের শিক্ষা ঃ** পথ-শিশুদের গড় ভাইবোন সংখ্যা হচ্ছে ৩.৩৪ জন। উত্তরদাতাদের পরিবারসমূহের মধ্যে ৩-৪ জন সন্তান আছে এমন পরিবারের সংখ্যা সবচেয়ে বেশী (৫৫.১৭%)। ৭-৯ জন সন্তান বিশিষ্ট পরিবারের সংখ্যা সবচাইতে কম (৪.৮২%)। ২৯০টি পরিবারে মোট সন্তান সংখ্যা ৯৭২জন। এদের মধ্যে নিরক্ষর সন্তান সংখ্যাই সবচেয়ে বেশী, এদের সংখ্যা হচ্ছে ৬১১ জন (৬২.৮৬%)। এরপরেই দেখা যাচ্ছে ১ম-৩য় শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষাগত হারের সংখ্যা শতকরা ২৬.৬৪ জন। ৬ষ্ঠ থেকে ১০ম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষা আছে মাত্র শতকরা ৩.৮১ জনের। অবশ্য পথ-শিশুদের বয়সের ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে ১০-১৪ বৎসরের বয়সী শিশুদের সংখ্যা বেশী। সুতরাং এস, এস, সি বা তদূর্ধ্ব শিক্ষাস্তরের শিক্ষিতের সংখ্যা না থাকাটাই স্বাভাবিক। উল্লেখ্য, যে ৩৬১ জন ছেলেমেয়ে শিক্ষিত তাদের মধ্যে মাত্র ৩৮.৫ শতাংশ স্কুলে যায়, বাকী ৬১.৪৯ শতাংশ স্কুলে যায় না। ২৯০টি পরিবারের সকল শিশুকে হিসেবে ধরলে তাদের মধ্যে শতকরা মাত্র ১৪.৩০ ভাগ শিশু স্কুলে যায়। বাকী ৮৫.৭০ ভাগ শিশু স্কুলে যায়না। তাছাড়া পথ-শিশুদের বাবা/মার শিক্ষার ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে যে, শতকরা ৮৯.৮৯ জন মা এবং শতকরা ৭২.২৫ জন বাবাই নিরক্ষর। এস, এস, সি পর্যন্ত মাত্র ১জন পথ-শিশুর বাবাই শিক্ষিত ছিলেন।

**১.৪ পথ-শিশুদের মা-বাবা/অভিভাবকের পেশা ঃ** পথ-শিশুদের মা-বাবার পেশাগত বিন্যাসে দেখা যায়, বেকার বা কোন উপার্জনের সাতে জড়িত নাই এমন মা-বাবার সংখ্যাই সর্বাধিক (৩০.৫৬%)। তবে এক্ষেত্রে বাবাদের সংখ্যা হচ্ছে শতকরা ১০.৪৫ জন এবং মায়েদের সংখ্যা হচ্ছে শতকরা ৫১.৩৪। এর পরেই দেখা যাচ্ছে অন্যের বাসায় কাজ করে। চাকরি এবং কুলি/মিস্ত্রি/দিনমজুরদের সংখ্যা হচ্ছে যথাক্রমে শতকরা ১৭.৭৫ ও শতকরা ৯.৬৬ জন। এ ক্ষেত্রে উল্লেখ্য, যে সব পেশার ক্ষেত্রে মায়েরা সবচেয়ে বেশী, তা হচ্ছে গৃহিনী/বেকার (৫১.৩৪%), অন্যের বাসায় কাজ করে (৩০.৮০%), ভিক্ষাবৃত্তিতে নিয়োজিত (১১.৯৩%) এবং কুলি বা দিনমজুর (১২.৪৪%)। অন্যদিকে বাবার ক্ষেত্রে বেশীরভাগ বাবাই রিকসা / ঠেলাচালক (১৮.৯১%), কৃষিকাজ (১২.৪৩%), কুলি/দিনমজুর (১২.৪৩%) এবং কাঁচা তরকারী, কলা ও ফুটপাতের বিক্রেতা (১৩.৪৩%), পেশাজীবীদের সংখ্যা বেশী লক্ষ্যণীয়।

অভিভাবকত্বের ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে যে, ৯২ জন শিশুর (৩১.৭৩%) মা অথবা বাবা বা উভয়েই জীবিত থাকলেও ঢাকায় থাকে না। অভিভাবকদের মধ্যে শিশুদের মায়ের দিকের আত্মীয় স্বজন যেমন-মামা-মামী, খালা-খালু সবচাইতে বেশী। এইসব অভিভাবকরা বিভিন্ন পেশার সাথে জড়িত। এদের মধ্যে রয়েছে রিক্সা/ঠেলাচালক, ফেরীওয়ালা, দোকান/হোস্টেলের কর্মচারী, ছোট চাকুরে/টিউশনি, টেম্পু ড্রাইভার/হেলপার, রাজমিস্ত্রী/রংমিস্ত্রী, ভিক্ষুক এবং অন্যান্য।

## ২. পথ-শিশুদের শিক্ষা, পেশা, আয় ও ব্যয় সংক্রান্ত তথ্যের বিশ্লেষণ

**২.১ পথ-শিশুদের শিক্ষা :** পথ-শিশুদের শিক্ষা সম্পর্কে প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায়, ২৯০ জনের মধ্যে ২২৯ জনই (৭৯.৯৭%) নিরক্ষর। এর মধ্যে ছেলেদের সংখ্যা হচ্ছে ১৯২ জন (৬৬.২১%) এবং মেয়েদের সংখ্যা হচ্ছে ৩৭ (৮২.২২%)।

সারণী-৩

পথ-শিশুদের শিক্ষাগত যোগ্যতার বিবরণ

| বিবরণ | নিরক্ষর | শিক্ষিত | ১ম-৩য় | ৪র্থ-৫ম | ৬ষ্ঠ-৭ম |
|---|---|---|---|---|---|
| ছেলে (শতকরা) | ১৯২ (৬৬.২১) | ৫৩ (২১.৬৩) | ৪৪ (১৭.৯৬) | ০৮ (১৩.১১) | ০১ (১.৬৩) |
| মেয়ে (শতকরা) | ৩৭ (৮২.২২) | ০৮ (১৭.৭৯) | ০৫ (১১.১১) | ০২ (৩.২৮) | ০১ (১.৬৩) |
| মোট (শতকরা) | ২২৯ (৭৯.৯৭) | ৬১ (২১.০৩) | ৪৯ (৮০.৩৩) | ১০ (১৬.৩৯) | ০২ (৩.২৮) |
| | n-২৯০ | | n=৬১ | | |

মোট ৬১জন শিক্ষিতের মধ্যে ৫৩ জন (২১.৬৩%) হচ্ছে ছেলে এবং ৮ জন (১৭.৭৯%) হচ্ছে মেয়ে। এদের মধ্যে ১ম-৩য় শ্রেণীর শিক্ষাগত যোগ্যতার সংখ্যাই সর্বাধিক (৪৯জন)। এর পরেই রয়েছে যথাক্রমে ৪র্থ-৫ম (১০জন) ও ৬ষ্ঠ-৭ম শ্রেণী পর্যন্ত ( ২জন)। পথ-শিশুদের শিক্ষাগত প্রাপ্ত তথ্য আমাদের জাতীয় শিক্ষা অবস্থার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, যদিও এদের মধ্যে গড় শিক্ষিতের হার সঙ্গত কারণেই কম। তবে ঢাকা শহরে বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা থাকার কারণে এদের মধ্যে শিক্ষিতের হার তুলনামূলকভাবে বেশী।[১১] ৬১ জনের মধ্যে আবার ১১ জন জানিয়েছে, তারা স্কুলে যায়। বাকীরা স্কুলে যায় না।

**২.২ পথশিশুদের পেশা ও কাজের সময় :** ঢাকা শহরে বেশীরভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায় যে কাগজ, পলিথিন কুড়ানো, ইট ভাঙ্গা ও ফুটপাতে দোকানী, হকার, চা-স্টলের বয়, মিস্ত্রি, ফুলবিক্রি, ইত্যাদি পেশায় পথ-শিশুরা নিয়োজিত। লক্ষ্যণীয় বিষয় হচ্ছে, ছেলে পথশিশুরা বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে কাগজ/পলিথিন কুড়ানো, ইট ভাঙ্গা (২৬.৫৩%), ফুটপাতে দোকানী ও হকার, (২৪.৪৮%) এবং মিস্ত্রি/কুলি/জুতা

পালিশ করা (২২.৮৫) ইত্যাদি পেশায় জড়িত আছে। কিন্তু সেই তুলনায় মেয়ে পথ-শিশুরা এইসব পেশার সাথে জড়িত থাকার হার খুবই কম। মেয়ে পথ-শিশু সবচাইতে পার্কে/বাজারে পানি ও ফুল বিক্রীর সাথে জড়িত রয়েছে। এদের সংখ্যা হচ্ছে শতকরা ৪৪.৪৪ জন। এরপরে শতকরা ২২.২২ জন কাগজ, পলিথিন কুড়ানো ও ইট ভাঙ্গা কাজে নিয়োজিত। মিস্ত্রি/কুলি/জুতা পালিশ/গাড়ীর গ্যারেজ হেলপার ইত্যাদি পেশায় সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। তবে পতিতাবৃত্তি পেশায় ৪৫ জন মেয়ের মধ্যে যে ৬জন নিয়োজিত থাকার কথা স্বীকার করেছে তাদের বয়স ১৪-১৬ বছরের মধ্যে। এদের কারোরই প্রকৃত অবিভাবক নেই এবং গড় আয় ৮০-১০০/=টাকা। ভিক্ষাবৃত্তি পেশায় নিয়োজিত ১১ জনের মধ্যে বেশীর ভাগের বয়স ৯-১০ বছর এবং এদের গড় আয় ১০-২০টাকা। অন্যান্য পেশার মধ্যে চুরি, কান পরিস্কার করা, শরীর ম্যাসেজ করা, হাতের ও সেলাইয়ের কাজ রয়েছে। চৌর্য্যবৃত্তি পেশার শিশুরা দৈনিক ৫০/৬০ টাকা পায়, তার সবটাই ব্যয় করে হেরোইন/ফেনসিডিলের মত মারাত্মক মাদকদ্রব্য গ্রহণের পিছনে।

উত্তরদাতাদের পেশার ভিত্তিতে 'কর্মকালীন সময়' সংক্রান্ত প্রাপ্ত তথ্যে শতকরা ৩০.৩৪ জন উত্তরদাতা (সর্বোচ্চ সংখ্যক) ৬-৯ ঘন্টা কাজ করে এবং ১৫ ঘন্টা তদূর্ধ্ব সময় ধরে কাজ করে এমন শিশুর সংখ্যা সবচেয়ে কম (৩.১%)। কর্মকালীন সময়ে ২য় স্থানে রয়েছে শতকরা ২২.৭৬ জন শিশু (৬৬জন) যাদের কর্ম সময় হচ্ছে ১২-১৫ ঘন্টা বা তদূর্ধ্ব। অমানবিক হলেও যে সব শিশুরা ১২-১৫ ঘন্টা বা তদূর্ধ্ব সময় ধরে কাজ করছে তাদের মধ্যে যথাক্রমে ২৪ জনই ফুটপাতের দোকানী/হকারের কাজ করে, ১৪ জন মিস্ত্রি/কুলি, ৭জন গাড়ীর গ্যারেজে, ৬জন ভিক্ষাবৃত্তিতে এবং ৩জন পতিতাবৃত্তিতে নিয়োজিত। ৯-১২ ঘন্টা কাজ করে এরূপ পেশার ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যথাক্রমে ১৭ জন পলিথিন/কাগজ/ইট কুড়ায়, ২৪ জন ফুটপাতে দোকানী ও হকারী পেশায় (সর্বাধিক), ১০ জন পানি ও ফুল বিক্রি করে এবং ৬ জন মিস্ত্রি/কুলির কাজ করে। কর্মজীবী শিশুদের উপর ১৯৯০ সালে পরিচালিত এক জরিপে দেখা গেছে এরা দৈনিক গড়ে ১০ ঘন্টা কাজ করে।[১১] পথ-শিশুদের জন্য এই গড় সময় এজন্য সম্ভবত বেশী যে অধিকাংশই স্বনিয়োজিত পেশায় জড়িত যেখানে বেতন ও সময়ের নেই কোন নির্দিষ্টতা।

**২.৩ পথ-শিশুদের আয়-ব্যয় :** ২৯০ জন উত্তরদাতার মধ্যে ২৭৪ জনের (৯৪.৪৮%) আয়-ব্যয় সংক্রান্ত তথ্য জানা গেছে এবং বাকী ১৬ জন (৫.৫২%)-এ ব্যাপারে কোন তথ্য প্রদান করেনি।

সারণী-৪

পথ-শিশুদের আয়-ব্যয় সংক্রান্ত তথ্যাবলী

| টাকা | দৈনিক আয় (জন) | শতকরা হার | দৈনিক ব্যয় (জন) | শতকরা হার |
|---|---|---|---|---|
| ০-২০ | ৯১ | ৩৩.২১ | ১৬৪ | ৫৯.৮৬ |
| ২০-৪০ | ১৩১ | ৪৭.৮২ | ৯৮ | ৩৫.৭৬ |
| ৪০-৬০ | ৩৫ | ১২.৭৭ | ০৮ | ২.৯২ |
| ৬০-৮০ | ০৯ | ৩.২৮ | ০২ | ০.৭৩ |
| ৮০-তদূর্ধ | ০৮ | ২.৯২ | ০২ | ০.৭৩ |
| সর্বমোট | ২৭৪ | ১০০.০০ | ২৭৪ | ১০০.০০ |

সারণী-৪ এ দেখা যাচ্ছে যে শতকরা ৩৩.২১ জন ০-২০ টাকার মধ্যে আয় করে কিন্তু এই টাকার মধ্যে ব্যয় করে শতকরা ৫৯.৮৬জন। ২০-৪০ টাকার মধ্যে আয় করে সর্বাধিক সংখ্যক পথ-শিশু, এদের সংখ্যা হচ্ছে শতকরা ৪৭.৮২ জন এবং ব্যয় করে শতকরা ৩৫.৭৬ জন। ৮০-তদূর্ধ্ব টাকার মধ্যে আয় ও ব্যয় করে সবচেয়ে কম সংখ্যক পথ-শিশু, এদের সংখ্যা হচ্ছে যথাক্রমে ২.৯২ জন এবং ০.৭৩ জন। লক্ষ্যণীয় যে, ৫০-১০০ টাকার মধ্যে আয় করে এরূপ শিশুদের সংখ্যা ছিল মাত্র ৩৭ জন (১৩.৫০%)। এর মধ্যে ফুটপাতের ছোট দোকানদার/হকার ১৪ জন (৩৭.৮২), দিনমজুর/মিস্ত্রি ৮জন, কাগজ কুড়ানো ৪ জন, পতিতাবৃত্তি ৪ জন, জুতা পালিশ ২জন, অন্যান্য ৫ জন। পতিতাবৃত্তি পেশার ৬ জনের মধ্যে ৪ জনই উচ্চ আয়ের। দেখা গিয়েছে উচ্চ আয়ের শিশুদের দৈনিক ব্যয়ও তুলনামূলকভাবে বেশী।

## ৩. পথ-শিশুদের বর্তমান জীবন যাত্রা সম্পর্কিত তথ্যের বিবরণ

পথ-শিশুদের বর্তমান জীবনযাত্রার মধ্যে দেখানো হয়েছে এদের রাত্রি-যাপনের প্রকৃতি, রাত্রি-যাপন সম্পর্কে অভিযোগ, খাওয়া দাওয়া, অবসর-বিনোদন ইত্যাদি।

**৩.১ উত্তরদাতাদের রাত্রিযাপনের ধরন, অভিযোগ ও খাওয়া-দাওয়ার প্রকৃতি :** একটি পরিমিত আয়তনের আদর্শ বাসগৃহে মা-বাবা, ভাই, বোনের স্নেহের ছায়ায় নিশ্চিন্তে, নিরাপদ ও নিরুপদ্রবে ঘুমের মাঝে যে শিশুটির রাত কাটাবার কথা, সে এখন রাস্তার ধারের চটঘেরা ঝুপড়ীতে, অফিস আদালতে ও সিনেমা হলের বারান্দায় বাজারে বা ফুটপাতের খোলা আকাশের নীচে রাত্রে একাকী বা সমবয়সীদের সাথে কাটায়। এক্ষেত্রে শতকরা ৫২.৪১ জন পথ-শিশুই রাত্রিযাপন করে বস্তি, ঝুপড়ী, কলোনীতে তাদের মা-বাবার সাথে। এর মধ্যে শতকরা ৪৯.০৯ জন ছেলে এবং

শতকরা ৬৮.৮৯ জন মেয়ে পথ-শিশু রয়েছে অর্থাৎ মেয়ে শিশুদের হার ছেলেদের তুলনায় বেশী। এরপরেই শতকরা ১৬.২০ জন জানিয়েছে বিভিন্ন রেলষ্টেশন, ফুটপাত, ষ্টেডিয়ামে রাত কাটায় (এখানেও ছেলে শিশুদের অবস্থান বেশী)। খোলা আকাশের নীচে, মার্কেট, বাজার, পার্ক, মসজিদ/মন্দির, মাজারে রাত কাটায় শতকরা ১০.৩৪ জন । পতিতা ৬ জনের মধ্যে ৪জন রাত্রি যাপন করে পার্কে।

উপর্যুক্ত স্থানসমুহে পথ-শিশুরা নিরাপদে রাত কাটাতে পারে কিনা সে সম্পর্কে তাদের মতামত জানতে চাওয়া হলে ১০৮ জন (৩৭.২৪%) পথ-শিশুই রাত্রিযাপন সম্পর্কে অভিযোগ আছে বলে মন্তব্য করেছেন। অন্যদিকে ভাসমান জীবনে থেকেও রাত্রিযাপন সম্পর্কে যাদের অভিযোগ নাই এরূপ পথ-শিশুদের সংখ্যা হচ্ছে ১৮২ জন (৬২.৭৬)। এরা সবাই বাবা-মা'র সাথে থাকে তা নয়, এই সব শিশুরা রাস্তার জীবনের সাথে তাদের জীবনকে একসূত্রে গেঁথে ফেলেছে। রাত্রিযাপন সম্পর্কে পথ-শিশুদের প্রধান অভিযোগসমূহ হচ্ছে পুলিশ, নাইটগার্ড প্রমুখের হামলা, মারধর কিংবা বিরক্তি প্রকাশের অভিযোগ জানিয়েছে শতকরা ২৬.৮৫জন। শতকরা ১৯.৪৪ জন বাড়ীর লোকজন ও দোকানদারের বিরক্তির কথা ব্যক্ত করেছেন। মশার কামড়, গরম এবং বার বার জায়গা পরিবর্তন করতে হয় এমন শিশুদের সংখ্যা কম নয়, যথাক্রমে শতকরা ১৩.৮৯ এবং ১২.০৪ জন। 'বড়রা ঝামেলা করে' বলতে যৌন নির্যাতনকে বুঝাতে চেয়েছে যাদের অধিকাংশই মেয়ে শিশু (৯জন) এবং ২ জন ছেলে শিশু এ ধরনের অবস্থার স্বীকার বলে জানিয়েছে।

**৩.২ পথ-শিশুদের খাওয়া-দাওয়ার ধরন :** পথ-শিশুরা দিনে কয়বার খায়-এ প্রশ্নের উত্তরে শতকরা ৭০ জন পথ-শিশু দিনে ৩ বার খায় বলে জানিয়েছে মাত্র। ৫.৫২ শতাংশ শিশু জানিয়েছে যে তার দিনে ১বার খায় এবং সেটা দুপুর বা রাতে। ২৪.৪৮ শতাংশ জানিয়েছে যে তারা ২ বার খেতে পারে। উল্লেখ্য মিজানুর রহমান কর্তৃক (১৯৯০) সম্পাদিত এক জরিপে দেখা গেছে ৫৩ শতাংশ পথ-শিশু দিনে ২ বার, ৪৭ শতাংশ দিনে ৩ বার খায়।[১৩] বর্তমানে ২ বেলার চেয়ে ৩ বার খায় এরকম শিশুই বেশী। পথ-শিশুদের বেশীর ভাগ অংশই বাসায় খায় বলে জানিয়েছে। এদের সংখ্যা হচ্ছে শতকরা ৩৮.৯৭ জন। উল্লেখ্য যে, পূর্বেই দেখা গিয়েছে যে বেশীর ভাগ শিশু মা-বাবার সাথে থাকে বিধায় পরিবারের সাথে খায়। এর পরেই হোটেলে এবং ফুটপাতে খায় যথাক্রমে শতকরা ৩৩.৭৯ ও ১৬.২১ জন। অন্যান্য স্থান বলতে ভিক্ষা করা, মাজারের শিরনী খাওয়া, বিয়ে বাড়ীতে চেয়ে খাওয়া ইত্যাদি।

**৩.৩ পথ-শিশুদের অবসর বিনোদন :** পথ-শিশুরা বঞ্চনা ও মৌল অধিকারহীন রাস্তার জীবনে থেকেও কাজের পর অবসর সময়ে বিভিন্ন বিনোদন মাধ্যমগুলির দ্বারা জীবনকে উপভোগ করে। তবে ঢাকার পথ-শিশুরা একাধিক সুযোগ/সুবিধার মধ্যে অবসর সময়কে কাটানোর যে সুযোগ পেয়ে থাকে তা গ্রাম ও জেলাশহর গুলোতে

অত্যন্ত সীমিত পর্যায়ে রয়েছে। পথ শিশুরা কাজের অবসরে কি ধরনের বিনোদন করে থাকে জানতে চাওয়া হলো দেখা গিয়েছে, শতকরা ৭৭.২৪ জন শিশুই একাধিক বিনোদন মাধ্যমকে ব্যবহার করে। প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যাচ্ছে যে শতকরা ৭৩.৪৫ জন শিশুই কোন পূর্ব পরিকল্পনা বা খেলাধুলার সামগ্রী ছাড়া কাজের অবসরে খেলাধুলা করে। শতকরা ৫৪.৮৩ জন শিশু বিভিন্ন ক্লাবে, বস্তিতে এবং টিভি মেরামতের দোকানে নিয়মিত টেলিভিশন দেখে থাকে। হলে সিনেমা ও ভি,সি, আর, দেখে যথাক্রমে শতকরা ৩৬.২১ ও ২৫.৭১ জন। অবশ্য অপ্রাপ্তবয়স্ক বেশ কয়েকজন ছেলে পথ-শিশু নিয়মিত অশ্লীল সিনেমা ও ভিডিও দেখে থাকে। শতকরা ৩৭.২৪ জন পথ-শিশু বিভিন্ন এলাকা থেকে শিশু পার্কে আসে।

প্রাপ্ত তথ্য থেকে অনুমান করা যায় যে, পথ-শিশুরা বিনোদনের জন্য বিভিন্ন মাধ্যম চায়।

## ৪. পথ-শিশুদের প্রতি সামাজিক প্রতিক্রিয়া ও সমাজের প্রতি এদের মনোভাব সংক্রান্ত তথ্য বিশ্লেষণের ফলাফল

পথ-শিশুরা পুলিশ ও সমাজের সাধারণ লোকের কাছ থেকে কেমন ব্যবহার পায়-সে সম্পর্কে জানতে চাওয়া হলে শতকরা ৩৮.৬২ জন পুলিশের কাছ থেকে এবং শতকরা ২৪.৮৩ জন সাধারণ লোকের কাছ থেকে 'খুবই খারাপ ব্যবহার' পেয়ে থাকে বলে মতামত প্রকাশ করেছে। আবার প্রায় সমসংখ্যক (৩৯.৩১%) জানিয়েছে পুলিশ তাদের সাথে 'ভালো ব্যবহার করে'। তবে সাধারণ লোকের কাছ থেকে 'ভালো ব্যবহার পায়' এরূপ উত্তরদাতার সংখ্যা হচ্ছে সর্বাধিক (৬২.৭৬%)।

সারণী-৫

পথ-শিশুদের প্রতি পুলিশ ও সাধারণ লোকের ব্যবহারের ধরন

| ব্যবহার | পুলিশ | সাধারণ লোক | পুলিশ ও সাধারণ লোক |
|---|---|---|---|
| ভালো ব্যবহার | ১১৪(৩৯.৩১) | ১৮২(৬২.৭৬) | ২৯৬(৫১.০৩) |
| সাধারণ ব্যবহার | ৬৪(২২.০৭) | ৩৬(১২.৪১) | ১০০(১৭.২৪) |
| খারাপ ব্যবহার | ১১২(৩৮.৬২) | ৭২(২৪.৮৩) | ১৮৪(৩১.৭২) |
| মোট | ২৯০(১০০) | ২৯০(১০০) | ৫৮০(১০০) |

(বন্ধনীর মধ্যে শতকরা হার দেখানো হয়েছে)

উত্তর দাতা শিশুরা অর্থনৈতিক নির্যাতনের শিকার হয় কিনা সে প্রশ্নের উত্তরে ৩০.৭৬ শতাংশ শিশু বিভিন্ন নির্যাতনের শিকার হয় বলে জানিয়েছে। এদের প্রায় অর্ধেক (৪৫) শিশুকে নিয়মিতভাবে মহল্লায় মাস্তান বা গুন্ডাদেরকে চাঁদা দিতে হয়। পুলিশকে চাঁদা দিতে হয় বলে জানিয়েছে ৮.১১% শিশু। লঞ্চঘাট, রেলষ্টেশন, বাস টার্মিনাল ইত্যাদি স্থানে কুলি, সর্দার, চোর বা পকেটমারের কবলে পড়ে শতকরা ৬.২০ জন।

## ৫. প্রাপ্ত মজুরী সম্পর্কে পথ-শিশুদের অভিমত

**৫.১ প্রাপ্ত মজুরীর হার ও প্রকৃত প্রাপ্তি :** বাংলাদেশে নয়, পৃথিবীর সর্বত্রই দেখা যায় যে, শিশু শ্রমিকদের নির্ধারিত সময়ের চেয়ে অনেক বেশী সময় ধরে কাজ করানোর পরও ন্যায্য মজুরী দেয়া হচ্ছে না। বর্তমান জরিপে 'কাজের বিনিময়ে ন্যায্য মজুরী পাচ্ছে কিনা' সে সম্পর্কে শতকরা ৬০.৫৫ জন পথ-শিশু ঠিকমত মজুরী পায় বলে সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছে। শতকরা ৩৯.৪৫ জন পথ-শিশু তাদের প্রাপ্ত মজুরীর ব্যাপারে অসন্তোষ প্রকাশ করেছে। তাদের এই অসন্তুষ্টির বেশ কিছু কারণ আছে। সবচেয়ে বেশী অসন্তুষ্ট চা, পানি, ভাত ও ফুল বিক্রি পেশায় নিয়োজিত শিশুরা (৩৬.২৩%)। তারা জানায়, অনেক সময় ক্রেতারা দাম না দিয়ে চলে যায় এবং ছোট বলে কম দাম দিয়ে থাকে। কাগজ বিক্রেতা শিশুরা জানায় (২৯.৬৭%) কাগজ কেনার সময় আড়তদাররা ওজনে ফাকি দেয়। পতিতাবৃত্তিতে নিয়োজিত শিশুরা (১০.২৫%) জানায় অনেক সময় কাজ মিটে গেলে চুক্তিকৃত টাকা পুলিশের ভয় দেখিয়ে কম দেয় বা একেবারেই দেয় না। দোকান কর্মচারীরা ও হোটেল বয়রা অনেক সময় মালিক কর্তৃক উপযুক্ত বেতন পায় না বলে জানিয়েছে (১৮.৫৫)। ২ জন রিক্সাচালক (৫.১২) বলেছে মাস্তানরা রিক্সা ভাড়া না দিয়ে অধিকাংশ সময় চলে যায়। সুতরাং উপর্যুক্ত তথ্য বিশ্লেষণ করলে এই সিদ্ধান্তে পৌছান যেতে পারে যে, পথ-শিশুদের জন্যে যতই আন্তর্জাতিক ও জাতীয় পর্যায়ে উদ্যোগ নেয়া হউক না কেন, তাদের প্রতি এখন পর্যন্ত নাগরিক সচেতনতাবোধ সমাজে সৃষ্টি হয়নি। এরা আর্থিক নির্যাতন ও বঞ্চনার শিকার অর্থাৎ পথ-শিশুদের প্রতি সামাজিক প্রতিক্রিয়া বর্তমানে যথেষ্ট নেতিবাচক।

**৫.২ সুযোগ-সুবিধা প্রাপ্ত সমবয়সীদের প্রতি উত্তর দাতাদের মনোভাব :** সমবয়সী সুযোগ-সুবিধাপ্রাপ্ত ছেলে-মেয়েদের প্রতি পথ-শিশুদের মনোভাবে দেখা যায়, শতকরা ৪৯.৬৬ জন শিশু "ঐসব শিশুদের মত সুযোগ-সুবিধা পেতে ইচ্ছা করে" বলে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে। নিজেদের দূরবস্থার জন্যে দুঃখ প্রকাশ করেছে শতকরা ১২.৭৬ জন শিশু। শিশু অধিকারের এই ব্যাপারটিকে ভাগ্যের হাতে ছেড়ে দিয়েছে শতকরা ১০.৩০ জন (সারণী-৬)। শিশুদের ব্যক্ত প্রতিক্রিয়াসমূহের মাধ্যমে বলা যায় যে, প্রতিটি শিশুর যে মৌলিক অধিকার পূরণের দায়িত্ব রাষ্ট্রের-এ ব্যাপারে তারা সম্পূর্ণ অসচেতন ও রাষ্ট্র থেকে তাদের কোন প্রত্যাশাও নেই।

সারণী-৬

সমবয়সী সুযোগ সুবিধাপ্রাপ্ত ছেলে/মেয়েদের প্রতি পথ-শিশুদের মনোভাব

| প্রতিক্রিয়াসমূহ | ছেলে | মেয়ে | মোট | শতকরা হার |
|---|---|---|---|---|
| কোন প্রতিক্রিয়া নেই | ৪৫ | ০৮ | ৫৩ | ১৮.২৮ |
| ওদের মত হতে ইচ্ছা করে | ১২৫ | ১৯ | ১৪০ | ৪৯.৬৬ |
| নিজের অবস্থা দেখে দুঃখ হয় | ৩১ | ০৬ | ৩৭ | ১২.৭৬ |
| আল্লাহ ওদেরকে ধনী করেছে | ২৫ | ০৫ | ৩০ | ১০.৩৪ |
| ওদের দেখলে ভাল লাগে | ১৬ | ০৫ | ২১ | ৭.২৪ |
| ওদের সাথে তুলনা হয় না | ০৩ | ০২ | ০৫ | ১.৭৩ |
| মোট | ২৪৫ | ৪৫ | ২৯০ | ১০০ |

## ৬. পথ শিশুদের লেখাপড়া শেখার আগ্রহ, অনুভূত চাহিদা ও ভবিষ্যত পরিকল্পনা

**৬.১ পথ-শিশুদের লেখাপড়া শেখার আগ্রহ :** যে শিশুটি হাতে বই নিয়ে স্কুল যাবে, দেশে শিক্ষিত নাগরিক হয়ে উঠবে, কিন্তু আর্থ-সামাজিক প্রতিবন্ধকতা তাকে দিয়েছে জীবিকা অর্জনের জন্য রাজপথ। এইসব অসুবিধাগ্রস্ত পথ-শিশুদের যে লেখাপড়ার প্রতি প্রচন্ড আগ্রহ রয়েছে তা বর্তমান জরিপকৃত তথ্যে উদঘাটিত হয়। পথ-শিশুদের লেখাপড়া শেখার আগ্রহ আছে কিনা এই প্রশ্নে ৭৮.২৮% শিশু ইতিবাচক মতামত প্রকাশ করেছে, কেবল ২১.৭২% শিশু নেতিবাচক মতামত প্রকাশ করেছে। যারা লেখাপড়া শিখতে চায় না তাদের নেতিবাচক মনোভাবের কারণ সম্পর্কে জানা যায় যে, (ক) গরীব বলে লেখাপড়া সম্ভব নয় (৩০.১৬) (খ) পড়াশুনার বয়স নেই (১৫.৮৭%) (গ) ভাগ্যহত জীবনে লেখাপড়ার কোন গুরুত্ব নেই (০৯.২৯) (ঙ) লেখাপড়া ভাল লাগে না (১৪.২৮) (চ) চেষ্টা করেছি হয় না (১২.৭০) (ছ) মা/বাবা দেয় না (১২.৭০)।

**৬.২ পথ-শিশুদের অনুভূত চাহিদা :** বয়স্কদের তুলনায় শিশুদের চাহিদা ভিন্নধর্মী। এজন্য পথ-শিশুদের অনুভূত চাহিদাগুলি সম্পর্কিত তথ্য উদঘাটন বর্তমান জরিপের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। এই কারণে প্রাপ্ত অনুভূত চাহিদাগুলি সম্পর্কিত তথ্য বিভিন্ন কর্মরত প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্মসূচী প্রণয়নে দিক নির্দেশনায় সহায়তা করবে।

তথ্যে দেখা যায় যে, সর্বাধিক সংখ্যক উত্তরদাতা শতকরা ২৮.৬২ জনই অবসর সময়ে পড়াশুনা করতে চায়। ২৩.১০% অবসর সময়ে যে কোন ধরনের কাজ শিখতে চায়-যা তাদের আর্থিক স্বচ্ছলতা আনবে। ১২-১৬ ঘন্টা কাজ করে এরূপ

গ্রন্থাগার সাভার, ঢাকা

২২.৭৬% শিশু অবসর সময়ে একটু বিশ্রাম নিতে চায়। অবসর সময়ে সাংস্কৃতিক বিনোদনে কাটাতে চায় ৬.২১% জন শিশু। অনুভূত চাহিদার ক্ষেত্রে যে বিষয়টি লক্ষ্যণীয় তা হচ্ছে, ছেলেদের ক্ষেত্রে অধিকাংশ লেখাপড়া ও কাজ শিখতে চায়, অন্যদিকে মেয়েদের ক্ষেত্রে বেশী সংখ্যক (২৪.৪৪%) বিশ্রাম নিতে চায়, এরপরে পড়াশুনা ও খেলাধুলা উল্লেখযোগ্য।

**৬.৩ পথ-শিশুদের ভবিষ্যত পরিকল্পনা :** পথ-শিশুরা ভবিষ্যত জীবনে কি করতে চায় এর উত্তরে শতকরা ৪৩.১০ জন শিশু বড় হয়ে চাকরি করার আগ্রহ প্রকাশ করেছে। 'লেখাপড়া শিখে মানুষের মত মানুষ হতে চায়' শতকরা ১৬.৯০জন শিশু এবং শতকরা ১৪.৪৮ জন বর্তমান পেশা থেকে টাকা জমিয়ে 'ভবিষ্যতে ব্যবসা করতে চায়' বলে জানিয়েছে। যে সব শিশু বাস টার্মিনালে বা বাসষ্ট্যান্ডে থাকে বা গাড়ীর গ্যারেজে কাজ করে, সে সব পথ-শিশু বাস, টেম্পো, গাড়ীর ড্রাইভার হতে চায় (৪.৪৮%), গাড়ী, টিভির মেকানিক হতে চায় (৪.৪৮%), দক্ষ শ্রমিক হতে চায়(২.০৭%)। ২জন পথ শিশু পুলিশ হতে চায়, কারণ তারা পুলিশ কর্তৃক নির্যাতিত। অন্যান্যরা খেলোয়াড় বা শিল্পী হবে বলে জানিয়েছে (সারণী-৭)।

সারণী-৭

পথ-শিশুদের ভবিষ্যত আকাঙ্ক্ষা সম্পর্কিত মত

| ভবিষ্যত আকাঙ্ক্ষাসমূহ | ছেলে | মেয়ে | মোট | শতকরা হার |
|---|---|---|---|---|
| বড় হয়ে চাকরি করবে | ১১৩(৪৬.১২) | ১২(২৬.৬৬) | ১২৫ | ৪৩.১০ |
| লেখাপড়া শিখে মানুষ হবে | ৩৯(১৫.৯২) | ১০(২২.২২) | ৪৯ | ১৬.৯০ |
| টাকা জমিয়ে ব্যবসা করবে | ৩৮(১৫.৫১) | .০৪ (০৮.৮৯) | ৪২ | ১৪.৪৮ |
| বাস, টেম্পো, গাড়ীর ড্রাইভার হবে | ১৩(০৫.৩১) | ০ | ১৩ | ৪.৪৮ |
| মিল/কারখানার দক্ষ শ্রমিক হবে | ০৩(০১.২২) | ০৩ (০৬.৬৭) | ৬ | ২.০৮ |
| রিকসা চালাবে | ০৩ (০১.২২) | ০ | ০৩ | ১.০৩ |
| অন্যান্য (শিল্পী, খেলোয়াড়, পুলিশ, সেলাইয়ের কাজ শেখা) | ০৫ (০২.০৪) | ০ | ০৫ | ১.৭২ |
| রেডিও, টিভি, মেরামতের মেকানিক হবে | ১৩ (০৫.৩১) | ০ | ১৩ | ৪.৪৮ |
| কোন পরিকল্পনা নাই | ১৮(৭.৩৫) | ১৬(৩৫.৫৬) | ৩৪ | ১১.৭২ |
| মোট | ২৪৫ (১০০.০০) | ৪৫ (১০০.০০) | ২৯০ | ১০০.০০ |

(বন্ধনীর মধ্যে শতকরা হার দেখানো হয়েছে)

ভবিষ্যত পরিকল্পনা সম্পর্কে যে বিষয়টি লক্ষ্যণীয় তা হচ্ছে ১১.৭২% পথ-শিশু জানিয়েছে তাদের কোন ভবিষ্যত পরিকল্পনা নেই, এর মধ্যে ৩৫.৫৬% হল মেয়ে পথ-শিশু। ছেলেদের মধ্যে এই হার মাত্র ৭.৩৫%। এইসব পথ-শিশু জীবন সম্পর্কে হতাশ, কারণ তারা মনে করে ভবিষ্যতে তারা আরো অনিশ্চয়তা ও নিরাপত্তাহীনতার সম্মুখীন হবে। আবার যেখানে ৪৬.১২% ছেলে বড় হয়ে চাকরি করবে এই আশা পোষণ করে সেখানে মেয়েদের সংখ্যা ২৬.৬৬%। একইভাবে লেখাপড়ার পরিকল্পনা যেখানে ছেলেদের ১৫.৯২, সেখানে মেয়েদের ক্ষেত্রে মাত্র ২.২২%। প্রাপ্ত তথ্যে সিদ্ধান্ত উপনীত হওয়া যায় যে, শিশুকাল থেকেই ছেলে শিশুদের তুলনায় মেয়ে শিশুরা জীবন ও ভবিষ্যত সম্পর্কে অসচেতন।

## উপসংহার

সার্বিক জাতীয় উন্নয়নের স্বার্থে শিশুশ্রম সমস্যাটি নিয়ে ব্যাপকভাবে চিন্তাভাবনা ও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। কেবল আন্তর্জাতিক নীতিমালা এবং আইনের কঠোর প্রয়োগের মাধ্যমে পদক্ষেপ গ্রহণে সমস্যার সমাধানে তাৎপর্য ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে না। কেননা শিশুশ্রম মূলত এদেশের আর্থ-সামাজিক কাঠামোর সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্ত। সমস্যাটি কেবল ঐ সব শিশু ও তাদের পরিবারের নয়, নয় সরকারের ও সমাজ কল্যাণ সংস্থাগুলোর, এটি দেশের সকলেরই সমস্যা। শিশু সে যেই হোক, যারই হোক, সে আমাদের সন্তান ও এ দেশের ভবিষ্যত। এদের প্রতি আমাদের সবাইকে হতে হবে আন্তরিক সহানুভূতিশীল ও দায়িত্ববান। জনসাধারণ, পথচারী, দোকানদার, পৌর কর্মকর্তা, এমনকি পুলিশ সদস্যের মধ্যে পথ শিশুদের দুরবস্থা, তাদের অধিকার, তাদের প্রতি সমাজের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন করতে হবে। এর জন্যে প্রয়োজন প্রচার ও উদ্বুদ্ধকরণ প্রক্রিয়া। গণমাধ্যমগুলি এ ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

সবশেষে পথ-শিশু সমস্যাকে জাতীয় পরিকল্পনা, সামাজিক উন্নয়ন ও সমগ্র উন্নয়ন কর্মকান্ডের সাথে এর একটা অর্থবহ সংযোগ রেখে সচেষ্ট হতে হবে বিদ্যমান সংখ্যার সাথে নতুন কোন পথ-শিশু যেন যুক্ত না হয়। অন্যদিকে যারা ইতোমধ্যে এই জীবনে এসে পড়েছে; নিশ্চিত করতে হবে তাদের অধিকার। এর জন্য প্রয়োজন সরকারী মন্ত্রণালয় ও বিভাগগুলোর সাথে শিশু অধিকার ফোরাম, শিশুকল্যাণ পরিষদ, ইউনেস্কো, ইউনিসেফ এবং সংশ্লিষ্ট বেসরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে সুসমন্বিত ও সুপরিকল্পিত বাস্তবধর্মী কর্মপ্রয়াসের, যাতে পথ-শিশুদের জীবন নতুন মাত্রায় অর্থবহ হয়ে উঠতেপারে, হতে পারে এদেশের গর্বিত মানব সন্তান ও যোগ্য নাগরিক।

## তথ্য নির্দেশিকা

১। সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়,(১৯৯১), *নির্বাচিত পরিসংখ্যান সিরিজ* (নি,প,সি), সেপ্টেম্বর, ১৯৯১।

২। লুব্ধক; *স্থান কাল পাত্র,* দৈনিক ইত্তেফাক, ১২ অগ্রহায়ন, ১৩৯৬

৩। কামাল সিদ্দিকী ও অন্যান্য *"ঢাকা নগরীতে সাড়ে চার লাখ টোকাই,* (দৈনিক বাংলা, ২০শে আগষ্ট, ১৯৯২, পৃঃ১২)।

৪। Dr. Ahmadullah, *Working and street children challenge to and potentials of Social Work.* (South Asia Workshop on Street Children Organized by Tata Institute of Social Science) Bombay, India, April, 21-26, 1992.

৫। খান, মিজানুর রহমান, *"আন্তর্জাতিক নীতিবোধ ও বাংলাদেশী শিশু,* (সাপ্তাহিক বিচিত্রা, ২৯ বর্ষ, ৩৭ সংখ্যা, জানুয়ারী ২৯, ১৯৯৩, পৃঃ ৪১)।

৬। কামাল, হোসনে আরা,(১৯৮৯), *"পরিবারে একক দায়িত্বে দুঃস্থ নারী-জীবন ও সংগ্রাম,* সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইনষ্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

৭। Dr. Ahmadullah, *Working and street children challenge to and potentials of Social Work,* (South Asia Workshop on Street Children, Opcit, 1992.)

৮। Rahmn, Helen, *Working with street children in Dhaka* (Project Experience on T. H) In Touch, VITSS Health News Letter, Vol-ix, No-96, Nov-1990, P-38.

৯। প্রাগুক্ত।

১০। বাংলাদেশ শিশু অধিকার ফোরাম, *"শিশু অধিকার সনদ"* ধারা ও প্রস্তাবসমূহের বাংলা প্রকাশনা।

১১। স. কবীর ও অন্যান্য, (১৯৯০), *"দি সিচুয়েশন অব চাইল্ড লেবার ইন বাংলাদেশ"*।

১২। প্রাগুক্ত।

১৩। খান মিজানুর রহমান, *"আন্তর্জাতিক নীতিবোধ ও বাংলাদেশী শিশু"* সাপ্তাহিক বিচিত্রা ২১ বর্ষ, ৩৭ সংখ্যা, জানুয়ারী ২৯, ১৯৯৩, পৃঃ ৪১।